International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XI, Issue-V, September 2025, Page No. 44-51
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.11.issue.05W.129

বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা: একটি সমীক্ষা

ড. মীজানুর রহমান মিজু
সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,বাংলাদেশ

Received: 27.08.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract
English communicative competence is vital for higher secondary students in Bangladesh, since they prepare for tertiary education and career opportunity at this level, This qualitative study investigates the current status of English communicative competence among higher secondary students in Bangladesh, focusing on real practice skills, classroom dynamics, and stakeholder perspective. Data were collected through classroom observations in ten colleges and semi-structured interviews with 50 students, 10 teachers and selected guardians. Observational checklists and thematic analysis guided the research inquiry. The findings reveal a notable gap between students' theoretical knowledge and their practical communicative ability. Most classrooms were dominated by teacher-centered instruction and traditional lecture approaches, offering limited opportunities for students to engage in authentic speaking and listening practice. Psychological factors such as anxiety and lack of confidence frequently inhibited verbal participation. Teachers identified challenges including large class sizes and insufficient training, while guardians reported limited capacity to facilitate English practice at home. To bridge the competence gap, this study advocates curriculum reforms emphasizing communicative language teaching, comprehensive professional development for educators, and increased community and parental involvement. Such interventions are essential for fostering the communicating ability that higher secondary students need in Bangladesh.
Keywords: Communicative Competence, Higher Secondary Education, Classroom Observation, Language Learning Challenges, Student Confidence.

১. ভূমিকা

ইংরেজি একটি বিশ্বজনীন ভাষা এবং শিক্ষা, পেশাগত উন্নয়ন এবং সামাজিক যোগাযোগের জন্য বিশ্বব্যাপী এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় মাধ্যম হিসেবে সমাদৃত। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইংরেজি ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে, সরকারি কর্মকাণ্ডে, ব্যবসা-বানিজ্য বা বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি একটি অপরিহার্য সহায়ক ভাষা। কাজেই এদেশের শিক্ষার্থীরা ভালো ইংরেজি জানবে--এটাই প্রত্যাশিত। ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগের দক্ষতা তথা ইংরেজি ভাষা সঠিকভাবে বোঝা, বলতে পারা, পড়তে বা লিখতে পারার দক্ষতা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত জরুরী; কেননা উচ্চ শিক্ষার সফলতার জন্য এবং প্রতিযোগিতামূলক চাকুরির বাজারে নিজেদের

অবস্থান দৃঢ় করার জন্য এই যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা ছাড়া কোনো উপায়ান্তর নেই। (Crystal,2003, Rahman,2018)।

ইংরেজির এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে পর্যাপ্ত যোগাযোগ দক্ষতা অর্জণে বিশেষ করে বলা এবং শোনার মত দক্ষতাগুলো অর্জনে নানামূখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় (Islam & Hossain, 2014; Kabir & Akter, 2019)| এই গ্যাপ বা শুন্যতা তাদের সর্বাত্মক ভাষাগত দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; ফলে তারা শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারে না এবং চাকুরির বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও পিছিয়ে পড়ে (Guskey,2002 Rahman & Parveeen, 2020)| Hamid & Baldauf (2008)-ও মনে করেন উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত জীবনে সাফল্যের জন্য ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। কেননা শিক্ষার্থীরা এই স্তরে ভিত্তিমূলক ভাষা (Foundational language) শিক্ষা থেকে আরো অগ্রগামী ও স্বনিয়ন্ত্রিত ভাষা (Autonomous language) শিক্ষা ও ব্যবহারের দিকে ধাবিত হয় (BANBEIS, 2020)। তাই এই স্তরের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতার মান উপলব্ধি করা পাঠ্যক্রম প্রণেতা, শিক্ষক এবং নীতি-নির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং সেই মান অনুযায়ী নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ, শিক্ষণপদ্ধতি সুপারিশ ও বাস্তবায়ন করাও আবশ্যক। এই গবেষণার লক্ষ্য হলো গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ভাষার যোগাযোগ দক্ষতা যাচাই করে দেখা। বাস্তব জীবন-ভিত্তিক প্রেক্ষাপটে (real-life context) যোগাযোগ দক্ষতার ব্যবহার এবং সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করে শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতির গুনগত উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে এই গবেষণার শেষাংশে কিছু পরামর্শ সন্নিবেশিত হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় কথোপকথন বা যোগাযোগ দক্ষতার বর্তমান অবস্থা অনুসন্ধান করা এবং এক্ষেত্রে শ্রেণিশিক্ষণ কার্যক্রম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী আন্ত:ক্রিয়া এবং অভিভাবকদের ভূমিকা চিহ্নিত করা। গবেষণায় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে--শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কীভাবে ইংরেজিতে নিজেকে প্রকাশ করে, ভাষা ব্যবহারে কোন্ কোন্ বিষয় তাদের উৎসাহ (stimulus) বা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে, শিক্ষকগণ কী ধরণের কৌশল ব্যবহার করেন ইত্যাদি। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিতে গৃহ-পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতা কীভাবে ভূমিকা রাখে-- তা-ও নিরূপণ করা হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত দুটি গবেষণা-প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে:

- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত শিক্ষণ শিখন কৌশল কতটুকু ভূমিকা রাখে?
- শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনে প্রধান অন্তরায় ও সহায়ক উপাদানগুলো কী কী?

৩. সাহিত্য পর্যালোচনা

ভাষা শিক্ষার গবেষণায় ইংরেজি ভাষার যোগাযোগ দক্ষতা সংক্রান্ত গবেষণা বিশ্বজুড়ে একটি বহুল চর্চিত বিষয়। যেসব দেশে ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা (Second Language-SL) বা বিদেশী ভাষা (English as a

Foreign Language-EFL) হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেসব দেশে এই গবেষণা আরো বেশি মাত্রায় পরিচালত হতে দেখা যায়। ভাষার যোগাযোগ দক্ষতার বিষয়টি প্রথম ব্যাখ্যা করেন Canale এবং Swain (1980), যেখানে তাঁরা ভাষার ব্যাকরণগত দক্ষতা, কথোপকথন দক্ষতা এবং পদ্ধতিগত দক্ষতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন এবং বলেন যে, কেবল ভাষাগত জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই জ্ঞানকে প্রয়োজন এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারার সামর্থ্যই হলো সফল যোগাযোগ দক্ষতা।

Canale এবং Swain (1980)-এর মডেলটি একটি মৌলিক মডেল এবং এটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে আরো কিছু মডেল বা মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Bachman (1990)-এর মতো শিক্ষাবিদ Canale এবং Swain-এর মডেলটি আরো সম্প্রাসারিত করে বলেন যে, সফল যোগাযোগের জন্য ব্যাকরণ বা শব্দভান্ডারই শুধু নয়, সাস্কৃতিক ও বিষয়ভিত্তিক (Contextual) জ্ঞান থাকাও জরুরি। Bachman-এর এই কথাটি বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য আরো বেশি প্রযোজ্য, কেননা এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও তা মূলত ব্যাকরণকেন্দ্রিক এবং এর শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে পুরোপুরি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

বাংলাদেশে বাল্যকাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত ইংরেজি শেখা বাধ্যতামূলক। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এমনকি উচ্চশিক্ষা স্তরেও অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সীমিত ক্রেডিটের ইংরেজি ভাষা শিক্ষা আব্যশিকভাবে চালু রয়েছে। তা সত্ত্বেও গবেষণায় দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে ভাষা প্রয়োগে সাফল্য দেখাতে পারে না। (Islam & Hossain (2014)-এর মতে অপর্যাপ্ত ভাষাজ্ঞান, শ্রেণির বিশাল আকার এবং শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবই এই ব্যর্থতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। Kabir & Akter (2019) মনে করেন, শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও যথাযথ সুযোগের অভাবই তাদের ভাষাগত যোগাযোগ দক্ষতায় সাবলীলতা অর্জনে প্রধান বাধা।

কোনো কোনো গবেষক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের একটি ক্রান্তিকাল চলে বিবেচনা করেছেন। Rahman & Parveeen, 2020)-এর মতে, এই স্তরে অনেক শিক্ষার্থীর পঠন-পাঠন এবং লিখনে পারদর্শিতা্ দেখা গেলেও তারা বলা এবং শ্রবণ-দক্ষতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। এই অসঙ্গতি তাদের সর্বাত্মক ভাষা প্রয়োগ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এবং তাদের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। BANBEIS (2020)-এর পরিসংখ্যান পর্যলোচনায়ও দেখা যায় যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ভাষায় নৈপুণ্য অর্জনের মাত্রা জাতীয় লক্ষ্যসীমার অনেক নীচে রয়েছে এবং একে কাঙ্খিত পর্যায় নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির (Padagogical) সংস্কার জরুরি।

পরিমানগত (Quantitative) পদ্ধতিতে পরিচালিত গবেষণাগুলোতে ইংরেজি ভাষার যোগাযোগগত নৈপুণ্যের স্কোর, তথ্য-উপাত্ত ও পরীক্ষার ফলাফলের হিসাব সন্নিবেশিত হলেও ইংরেজি ভাষার যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকের বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক গুণগত গবেষণার স্বল্পতা রয়েছে। পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গভীরভাবে শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আচরণিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক-সাস্কৃতিক আন্তঃক্রিয়া বা আস্থা অনুধাবন করার সুযোগ থাকে। প্রচলিত পরিমাণগত গবেষণার 'অদৃশ্য' অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো প্রায়ই আলোচনার বাইরে থেকে যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পর্যালোচিত সাহিত্য ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতার একটি জটিল ও বহুমাত্রিক ধারণা (Multidimensional construct) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং বাংলাদেশের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা ভাষাগত দক্ষতা প্রয়োগে যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এই পরিস্থিতি ইংগিত দেয় যে, বাস্তব প্রেক্ষাপটভিত্তিক (contextual) শিক্ষণ কৌশল, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক আরো গুণগত গবেষণা অপরিহার্য, যা শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

৪.১ গবেষণার রূপরেখা

এই গবেষণায় গুনগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রর পর্যবেক্ষণ এবং আংশিক কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতার স্বরুপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। Creswell & Poth (2018) এর মতে পর্যবেক্ষনমূলক গবেষণা শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আচরণ এবং নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীর অন্তভূক্তি (engement) পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর।

৪.২ নমুনা ও অংশগ্রহণকারী

স্থানগত পার্থক্য বিবেচনায় রেখে শহর ও গ্রামাঞ্চলের ৫+৫= ১০টি কলেজ নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেক কলেজ থেকে ১০ জন করে মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী এবং ১জন করে ইংরেজি শিক্ষকের (মোট ১০ জন) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে এবং বিভিন্ন গ্রুপ যেমন বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা ইত্যাদি বৈচিত্র্য মাথায় রেখে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (purposive samplilg) করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের জন্য প্রাপ্যতার ভিত্তিতে প্রতি কলেজ থেকে মোট ২-৩ জন করে অভিভাবক নির্বাচন করা হয়েছে। শ্রেণি পর্যবেক্ষণ ও আংশিক কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে।

৪.৩ তথ্য সংগ্রহ

শ্রেণিকক্ষে ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম, আলাপ আলোচনা ও আচরণিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষন করা হয়েছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের অভিক্ষতা ও মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে।

৪.৪ তথ্য বিশ্লেষণ

পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যকে থিমভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ নোট ও সাক্ষাৎকার ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে প্রথমে কোড তৈরি করে পরে সেগুলোকে একত্রে মিলিয়ে প্রধান থিম নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.৫ নৈতিক বিবেচনা

শুরুতে গবেষণার উদ্দেশ্য এবং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী লিখিত সম্মতি নেয়া হয়েছে এবং তারা স্বর্ত:ফূর্তভাবে সাক্ষাৎকার অংশগ্রহণ করেছেন। গবেষণার নৈতিকতার নিয়মণীতি যথাযথভাবে পালিত হয়েছে এবং অংশগ্রহণ কারীদের নাম পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাদি কেবলমাত্র গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. ফলাফল

৫.১ পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য

১০টি নির্বাচিত কলেজের শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভাষাগত যোগাযোগ দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখ্যযোগ্য ধরণ লক্ষ্য করা গেছে:

- শিক্ষার্থীদের সীমিত অংশগ্রহণ: বেশিরভাগ ইংরেজি ক্লাসেই কথোপকথনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিলো খুব কম। অনেক শিক্ষার্থী আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে ইংরেজিতে কথোপকথণে হয় অনিচ্ছুক নয়তো দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো।
- শিক্ষক-কেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতি: শিক্ষকগণ মূলত বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদান করেছেন এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বা আন্তক্রিয়ামূলক (interactive) কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে ব্যাকরণ ও পঠন-পাঠনের উপর অধিক জোর দিয়েছেন।
- প্রায়োগিক সুযোগ সুবিধার অভাব: যথাযথ অবস্থার পরিপেক্ষিতে (authentic contexts) ইংরেজি কথোপকথন ও শ্রবণক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিলো খুব কম।
- মাতৃভাষার ব্যবহার: পর্যবেক্ষণকৃত শ্রেণিকক্ষগুলোতে দেখা গেছে, জটিল ধারণা ব্যাখ্যা করা ও শ্রেণিকক্ষ শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা প্রায়শই ইংরেজি ছেড়ে বাংলাকে অলম্বন করেছেন, যা ইংরেজি শেখার পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

৫.২ সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য

● শিক্ষার্থী

অনেক শিক্ষার্থীই ইংরেজি বলার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ছিলো। ভুল ইংরেজি বললে তাদের শিক্ষক বা সতীর্থরা কেমন প্রতিক্রিয়া করবে এই ভাবনাই তাদেরকে দ্বিধাগ্রস্ত ও শঙ্কিত করে তুলেছিলো বলে তারা জানিয়েছে। শিক্ষার্থীরা অনেকেই বলেছে তারা ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে ইংরেজি কথোপকথনের পর্যাপ্ত সুযোগ পায় না, যেটি ইংরেজি কথোপকথণ দক্ষতার একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষার্থীরা অনেকেই উল্লেখ করেছে যে, তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান (ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার) অর্জন ও ব্যবহারিকভাবে ভাষা প্রয়োগের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী বলেছে যে, তারা ভাষাগত যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারে খুবই আগ্রহী কিন্তু যথাযথ উপকরণ ও সহায়ক পরিবেশের অভাবের কারণে তাদের সে আগ্রহ তারা কার্যকর করতে পারছে না।

● শিক্ষক

শিক্ষকরা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি, অধিক শিক্ষার্থীসম্বলিত শ্রেণিকক্ষ এবং পাঠ্যক্রম-সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা আন্তঃক্রিয়ামূলক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন কার্যক্রমের বড় বাধা।

শিক্ষকদের কেউ কেউ বলেছেন যোগাযোগমূলক ভাষা প্রয়োগের নিয়মনীতি সম্পর্কে তাঁরা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন।

কিছু কিছু শিক্ষক ইংরেজি কথোপকথনে শিক্ষার্থীদের প্রেরণার ঘাটতি (low motivation) এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে পর্যাপ্ত কথোপকথন চর্চার পরিবেশের অভাব বিষয়ে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

● অভিভাবক

ইংরেজি কথোপকথণের গুরুত্ব সম্পর্কে সব অভিভাবকই একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই বলেছেন যে, বাড়িতে তাঁদের সন্তানেরা ইংরেজি কথোপকথন চর্চা করার সুযোগ পায় না, কারণ তাঁরা

নিজেরাই ইংরেজিতে দক্ষ নন, এবং বাড়িতে ইংরেজি চর্চা হয় না। অল্পসংখ্যক অভিভাবক বলেছেন--তাঁদের বাড়িতে ইংরেজি ভাষা চর্চার পরিবেশ থাকলেও তাঁরা ব্যস্ততার কারণে তাঁদের সন্তানদেরকে পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দিতে পারেন না।

কয়েকজন অভিভাবক বলেছেন যে, তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরকে ইংরেজি শেখানোর জন্য প্রাইভেট কোচিং সেন্টারে ভর্তি করিয়েছেন, তবে কোচিং সেন্টারগুলো যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের কথোপকনের চর্চা করাচ্ছে কিনা বা যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে কি না সেই ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত নন।

৫.৩ পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের উদ্ভূত বিষয়বস্তু (emerging themes)

- তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে ফাঁকঃ শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণগত জ্ঞান ও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে সে জ্ঞানের ব্যবহারের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।
- মনস্তাত্ত্বিক বাধাঃ ভূল করার ভীতি শিক্ষার্থীদেরকে ইংরেজি কথোপকথনে নিবৃত্ত বা নিরুসাহিত করে।
- প্রাতিষ্ঠানিক বাধাঃ পাঠ্যক্রমিক ও শ্রেণিকক্ষ পাঠদানের সীমাবদ্ধতা এবং পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা যোগাযোগ দক্ষতামূলক শিক্ষণপ্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।
- সামাজিক-সাস্কৃতিক কারণঃ গৃহ-পরিবেশ ও সামাজিক-সাস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও দৃষ্টিভঙ্গি ভাষা শিক্ষণের উদ্দীপণায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৬. আলোচনা

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভাষাগত যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের পথে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা এই বিষয়ে পরিচালিত পূর্বতন গবেষণার সাথেও মিলে যায় (Islam & Hossain, 2014, Kabir & Akter, 2019)। শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার এবং শ্রেণিকার্যক্রম বা ইংরেজি কথোপকথনে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাংলাদেশে প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি ও ব্যাকরণ-নির্ভর ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপকতাকেই প্রমাণ করে (Rahman & Parveen, 2000)। Biswas ও Ahsan (2023)-এর মতে, প্রথাগত বক্তৃতা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া (interaction) ও প্রায়োগিক দক্ষতা উন্নয়নে ব্যর্থ হয়। শিক্ষার্থীদের তত্ত্বগত জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যোগাযোগ দক্ষতা প্রয়োগের অক্ষমতা Canale এবং Swain (1980)-এর মতামতকেই প্রতিধ্বনিত করে, যেখানে তাঁরা বলেছেন--ভাষাগত যোগাযোগ দক্ষতা শুধু ব্যাকরণের জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয় না, বরং এর জন্য প্রয়োজন সমাজভাষাগত (socio-linguistic) পরিবেশ ও কৌশলগত দক্ষতা উন্নয়ন। এই অসংগতি নির্দেশ করে যে, শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে ভাষা ব্যবহারের সুযোগের অভাব রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের ভাষার গতিশীলতা সৃষ্টি ও আত্মবিশ্বাস উন্নয়নে বড় ধরনের অন্তরায় (Bachman, 1990)|

মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ বিশেষ করে শিষার্থীদের উদ্বেগ ও ভুল করার ভীতি তাদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়। এই ফলাফল Guskey (2002)-এর শিক্ষায় আবেগীয় ক্ষেত্রের ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনাকে সমর্থন করে, যেখানে ভাষা আয়ত্ত করার ব্যাপারে প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাসকে অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সহায়ক পরিবেশ অর্থ্যাৎ ঝুঁকি নেয়া ও ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ না থাকলে শিক্ষার্থীরা কথোপকথণ ও যোগাযোগের দক্ষতা অনুশীলনে অনিচ্ছুক বা দ্বিধাগ্রস্ত থেকে যায়।

বড় আকারের ক্লাস ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব নিয়ে শিক্ষকের উৎকন্ঠা কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার প্রতি ইংগিত করে, যা যোগাযোগমূলক ভাষা শিক্ষণ (CLT) পদ্ধতি বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় (Islam &

Hossain, 2014)। আন্তঃক্রিয়ামূলক শিক্ষণ-পদ্ধতি ও শ্রেণি-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পেশাগত প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের আরও বেশি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।

অভিভাবকের ভূমিকাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজি ভাষায় তাদের সীমিত দক্ষতা বা দক্ষতাহীনতা ও বাড়িতে শিক্ষার্থীদেরকে অনুশীলনে সহয়তা করতে না পারা একটি সামাজিক-সাস্কৃতিক চ্যালেঞ্জেরই প্রতিফলন, যা শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলে। তাই বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের (community) মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা জরুরি, যাতে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও ভাষা চর্চার সুযোগ সম্প্রারিত হয়।

এই গবেষণা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের জটিলতাকে স্পষ্ট করে তোলে। বিদ্যামান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ--যার মধ্যে থাকবে পাঠ্যক্রম সংস্কার, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, এবং সামাজিক-সাস্কৃতিক সম্পৃক্ততা। বৈশ্বিক ভাষা শিক্ষা কাঠামোর নির্দেশনায় (Crystal, 2003; Bachman, 1990) এই ধরনের উদ্যোগ ভাষা শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

৭. উপসংহার

এই গবেষণায় বাংলাদেশের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় য়োগাযোগ-দক্ষতা উন্নয়নে অন্তরায় হিসেবে কাজ করা বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যাকরণের মৌলিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সীমিত শ্রেণিকক্ষ আলাচনা, উদ্বেগ, ভীতি এবং শিক্ষালয়ের ভিতরে ও বাইরে পর্যাপ্ত সহায়তার অভাবের কারণে শিক্ষার্থীরা ভাষাগত যোগাযোগ দক্ষতায় পিছিয়ে থাকে। শিক্ষককেন্দ্রিক শ্রেণিশিক্ষণ পদ্ধতি, বড় আকারের শ্রেণি এবং পর্যাপ্ত ও কার্যকর পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব এই সমস্যাগুলিকে আরো তীব্র করে তোলে। এছাড়াও সামাজিক-সাস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিশেষত অভিভাবক ও সম্প্রদায়ের (community) সীমিত ভাষাগত সহায়তা শিক্ষর্থীদের উৎসাহ ও ইংরেজি চর্চার সুযোগ সৃষ্টিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

গবেষণার ফলাফল ইংগিত দেয় যে, যোগাযোগ দক্ষতা কেবল একটি ভাষাগত বিষয় নয়, বরং এটি একটি শিক্ষণ-পদ্ধতি, মনস্তাত্ত্বিক উপাদান এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের একটি সম্মিলিত প্রভাব। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পাঠ্যক্রমের সংস্কার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ বরাদ্দ এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্তাসহ সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি, যাতে শিক্ষার্থীরা বাস্তবতার প্ররিপ্রেক্ষিতে (real-life context) এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ইংরেজি ব্যবহার করার পরিবেশ লাভ করতে পারে।

৭.১ সুপারিশ

- যোগোযোগভিত্তিক ভাষা শিক্ষা (CLT) পদ্বতি আরো কার্যকর করা, যেখানে ভূমিকা অভিনয়, বির্তক ও দলীয় আলোচনার মতো অংশগ্রহণমূলক ও ব্যবহারিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে; যাতে শিক্ষার্থীদের বলা ও শোনার দক্ষতা উন্নত হয়।
- যোগাযোগভিত্তিক শিখণপদ্ধতি, বড় আকারের শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষাশিক্ষা উন্নয়নের উপর ধারাবাহিক ও পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা, সতীর্থ আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ইংরেজি ক্লাসে মাতৃভাষা ব্যবহারের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা।
- অভিভাবকের ইংরেজি শিক্ষায় সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে বিদ্যালয়-অভিভাবক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

- শ্রবণ-দর্শন উপকরণ, ভাষা ল্যাব এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ইংরেজি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ভাষা অনশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা এবং ভাষাসংক্রান্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কমানোর কৌশল গ্রহণ করা, যেমন ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া (feedback) প্রদান, ভুল করাকে ইতিবাচক ও সহনশীল দৃষ্টিতে দেখা এবং অনুপ্রেরণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

তথ্যসূত্র:

1. Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. *Oxford University Press*.
2. BANBEIS (2020). Education statistics of Bangladesh 2020. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics. http://banbeis.portal.gov.bd
3. Biswas, A., & Ahmed, W. B. (2023). Reforming teacher education in Bangladesh: A policy analysis. *International Journal of Educational Policy and Leadership,* 18(1), 22-36.
4. Canale, M., & Swain, M. (1980), Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics,*
5. 1-47. https://doi.org/10.1093/applin/l.1.1
6. Crewwell, J. W., & Poth, C. N. (2018), Qualitative inquiry, and research design: choosing among five approaches (4th ed.) , *SAGE Publications*.
7. Crystal, D. (2003). English as a global language (2nd ed.). *Cambridge University Press*.
8. Guskey, T.R. (2002). Professional development and teacher change. *Teachers and teaching*, 8(3), 381-391. https:/doi.org/10.1080/135406002100000512
9. Hamid, M.O., & Baldauf, R.B. (2008). Will CLT bail out the bogged down ELT in Bangladesh? *English Today*, 24(3), 16-24.
10. Islam, M.R.,& Hossain, M.M. (2014). Challenges in teaching and learning English Communication skills in Bangladesh. *Journal of Language Teaching and Research*. 5(2), 255-260.
11. Kabir, M., & Akter, N. (2019). Speaking skills difficulties of Bangladesh students learning English as a foreign language. *International Journal of Language and Linguistics*, 6(2), 56-62.
12. Rahman, M. M. (2018). English language education in Bangladesh: Issues and perspectives. University of Dhaka press.
13. Rahman, M. M., & Parveen, S. (2020). English language teaching in Bangladesh: Challenges and strategies. *Asian EFL Journal*, 27(3), 41-61. https://www.asian-eft-journal.com